2020

COMPULSORY BENGALI

(BNGM)

[For General Students]

[NEW SYLLABUS]

Full Marks : 50 Time : 2 Hours

The figures in the right-hand margin indicate marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

১। ক) কথায় বলে, ''ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়।'' ভাষারূপ বাহনটার খাতিরে চিন্তা যে কেমন করিয়া পঙ্গুত্ব লাভ করে তার দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি চারিদিকেই । যে-কোনো জটিল জিনিসকে কতগুলি পরিচিত নামের কোঠায় ফেলিয়া লোকে মনে করে বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি করা গেল। ইংরিজি গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া একজন ইংরেজ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া অস্থির যে এই লেখাগুলিকে তিনি কোন্ পর্যায়ভুক্ত করিয়া কিভাবে দেখিবেন! পরে যখন তাঁহার খেয়াল হইল যে এগুলিকে মিস্টিক্ আইডিয়ালিজম্ বা ঐরূপ একটা কিছু বলা যাইতে পারে তখন তাঁহার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর হইল এবং তিনি এমন একটা নিশ্চিন্ততার ভাব প্রকাশ করিলেন যেন তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকি নাই।

এক-একটা কথা আসে অতি নিরীহভাবে চিন্তার বাহন

রূপে। কিন্তু চিন্তার আদর তো চিরকাল সমান থাকে না; সুতরাং তাহার আসনচ্যুতি ঘটিতে কতক্ষণ? বাহনটা কিন্তু অত সহজে হটিবার নয়; সে তখন একাই চিন্তার ক্ষেত্রে দাপাদাপি করিয়া আসন জমাইয়া রাখে। ইহাকেই বলি ভাষার অত্যাচার। ভাষা ভাববাহন কার্যেই নিযুক্ত থাকুক; সে আবার চিন্তার আসরে নামিয়া আপনার জের টানিতে থাকিবে কেন? শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বে 'মায়া' শব্দটার অর্থ কি, আমরা হয়তো কোনকালে ভুলিয়া বসিয়াছি কিন্তু ঐ 'মায়া' শব্দটা আমাদের ছাড়ে নাই। সংস্কারকে এইভাবে 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় বাস্তবিক কিভাবে কি করিতে বলা হইয়াছে সেকথা ভাবিবার অবসর হয় না। কতগুলি শব্দ শুনি যাহার অর্থ বা ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের চিন্তার যোগ অতি সামান্য অথচ আমাদের ধারণা, এই যে কথাগুলির মধ্যে খুব এক-একটা গভীর চিন্তা নিহিত আছে। তাহার উপর এক-একটি শব্দ আবহমানকাল হইতে নিরঙ্কুশভাবে চলিতে থাকিলে কালক্রমে তাহার মধ্যে স্বভাবতই এমন একটা চূড়ান্ত মীমাংসার ভড়ং প্রকাশ পায় যে শব্দের মোহে পড়িয়া আমরা কথাগুলিকেই নাড়াচাড়া করি আর মনে করি খুব একটা উচ্চচিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। একটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক কৃষ্ণলীলার সমর্থনের উদ্দেশ্যে তর্ক করিতেছিলেন। তাঁহার যুক্তির প্রণালীটা এইরূপ ঃ - সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন-গুণাশ্রিত পুরুষ তিন রকম ভাবাপন্ন সুতরাং তিনের সাধনমার্গ ও অধিকারভেদ তিনপ্রকার। সুতরাং নিম্নস্তরের অবিদ্যাশ্রিত আদর্শের দ্বারা সাত্ত্বিকী-প্রকৃতির আশ্রয়ীভূত নিত্যমুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিচার করিলে চলিবে কেন! - ইত্যাদি। প্রতিপক্ষ বেচারা বাক্যজালে

আবদ্ধ ও প্রত্যুত্তর দানে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। সগুণ-নির্গুণ পুরুষ প্রকৃতি প্রাণ কারণ শব্দব্রহ্মহিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি শব্দঘটার সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্যের মধ্যে গাম্ভীর্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে ভাবটুকু ছিল, সে কোনকালে খোলস ছাড়িয়া পলাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে? ঐ এক-একটা কথায় আমরা যে পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহাকে যতবার এবং যতসহজে মুখস্থ বুলির মতো আওড়াইতে থাকি, চিন্তাও ততই প্রমাদ গণিয়া একপা - দুইপা করিয়া হাটিতে থাকে। কে অত পরিশ্রম করিয়া লুপ্তচিন্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে! শব্দের গায়ে চিন্তার ছাঁটছুট যাহা লাগিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট, বাকিটুকু তোমার রুচি ও কল্পনা অনুসারে পুরাইয়া লও। ছাতার নিচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা দেখি ভাষার ছাতা আর চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না।

প্রশ্ন: অ) ভাষা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক কেন 'ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়' প্রবাদটির উল্লেখ করেছিলেন? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। ৩

আ) 'চূড়ান্ত মীমাংসার ভড়ং' — কথাটি কোন্ প্রসঙ্গে কেন ব্যবহৃত হয়েছে? এই ভড়ং কীভাবে আমাদের ক্ষতি করছে? ১+২+২=৫

ই) 'বাকিটুকু তোমার রুচি ও কল্পনা অনুসারে পুরাইয়া লও' বলতে প্রাবন্ধিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ৩

ঈ) 'আমরা দেখি ভাষার ছাতা ও চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না।'

— ভাষার ছাতা ও চটি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বাক্যটির নিহিতার্থ কী? ২+২=৪

অথবা

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি পাঠ করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দাও : ১৫

"তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জার পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি

ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।'' বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, ''আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল, যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, ''সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।''

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, ''চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন।তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।''

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, 'এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের

গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে - আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পূনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।''

মার্জ্জার বলিল, ''আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।''

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

প্রশ্ন : অ) 'বিড়াল' প্রবন্ধে 'ধনীর ধনবৃদ্ধি' এবং 'সমাজের ধনবৃদ্ধি' শব্দবন্ধ দুটি ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র কী ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন? ৩

আ) কমলাকান্ত কেন বিড়ালের কথাগুলিকে নীতিবিরুদ্ধ কথা বলেছিলেন? ৩

ই) নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ, কমলাকান্তের দপ্তর এবং এক সরিষাভোর আফিঙ্গ বিড়ালকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে বলে কমলাকান্তের বিশ্বাস? ৫

ঈ) উদ্ধৃতাংশটি পড়ে কমলাকান্ত সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয়েছে? ধারণাটি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

খ) নগরায়ণ বনাম পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা

আধুনিক জীবন স্মার্টফোন ব্যতীত অচল। অথচ এই ফোনের বিকিরণজনিত প্রভাব শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। স্মার্টফোনের বিবিধ উপযোগিতা ও তার ক্ষতিকারক দিকগুলির আলোচনা করে কোন্ কোন্ উপায়ে এর ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে অনেকটাই বাঁচা সম্ভব তা জানিয়ে তোমার ছোটোভাইকে একটি চিঠি লেখো।

গ) যে-কোনো **দশটি** শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো : $\frac{১}{২} \times ১০ = ৫$

i) Back log
ii) Note of dissent
iii) Quorum
iv) Redemption
v) Tariff board
vi) Voucher
vii) Superannuation
viii) Quotation
ix) Hypothecation
x) Embargo
xi) Casual
xii) Vandalism
xiii) Mutation

২। ক) 'হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি' — 'হাড়' গল্পের এই সমাপ্তিক লাইন অবলম্বনে গল্পটি বিশ্লেষণ করো। ১০

অথবা

"কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা! এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না! চিরকাল ধরে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে" এবং "বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারি তলায় তার মনে হল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধরে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য্য হারায় নি!" — 'পুন্নাম' গল্পের এই দুই বিপ্রতীপ উদ্ধৃতির আলোকে এই গল্পে প্রাপ্ত কল্লোলযুগের গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনদর্শনটি বুঝিয়ে দাও। ১০

খ) 'সুভা' একটি সার্থক ছোটোগল্প। — যুক্তির সাহায্যে বিচার করো। ১০

অথবা

'কিন্নরদল' গল্পটি আসলে সৌন্দর্য ও সাঙ্গীতিকতার স্পর্শে একটি ক্লিন্ন মুমূর্ষু জনপদী জীবনের উত্তরণের ইতিহাস। — আলোচনা করো।

———————